প্রাইভেট ভার্সিটির শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারকে শিল্পের মতো তহবিল যোগাতে হবে

সেমিনারে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, দক্ষ মানব সম্পদ গড়তে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারকে সুযোগসুবিধা প্রদান করতে হবে। তিনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে সরকারের কাছে এক হাজার কোটি টাকা চেয়েছেন। তিনি বলেন, শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার যেভাবে জমি টাকাসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে, ঠিক সে রকম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরও ভাল শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে বড় ধরনের তহবিল প্রয়োজন। শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হারানো ঐতিহ্য পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাজনীতির উর্ধে উঠে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কমিশন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশেষত তাদের স্ট্যান্ডার্ড বেতন নিশ্চিত করতে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রদের বেতনের পরিমাণ বাস্তবসম্মত করতে কাজ করছে। দেশের ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদালয়ের মধ্যে ৪২টিই ঢাকার মধ্যে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা চাই ঢাকার বাইরেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। পাবলিক-প্রাইভেট সবক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মেধা পাচার রোধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষকদের বেতন ভাতা বাড়ানো প্রয়োজন। এতে শিক্ষকরা শিক্ষার মান উন্নয়নে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করবেন।

সেমিনারে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এম আমিনুল করিম এবং প্রাইমেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ন ম মেশকাত উদ্দীন পৃথক দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক রহিম আর তালুকদারের পরিচালনায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দীন বক্তব্য রাখেন।

গ্যাস ও কয়লা মিলিয়ে দেশে বিশ বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা রয়েছে॥ ড. তামিম

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জ্বালানি নিরাপত্তা না থাকলে খাদ্য নিরাপত্তা, এমনকি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তার বিকল্প নেই। তবে সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তা সম্ভব নয়। শনিবার বিয়াম মিলনায়তনে জ্বালানি নিরাপত্তা শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা বলেন। বৈঠকে জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. ম. তামিম বলেছেন, দেশে এখনও ৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ রয়েছে। আরও ৮টিসিএফ গ্যাস পাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও কয়লা রয়েছে। সব মিলিয়ে আগামী ২০ বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তবে জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। কারণ জ্বালানি নিরাপত্তা না থাকলে খাদ্যসহ সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

তিনি বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা টেকসই করতে এ খাতে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে এনে জনকল্যাণে কাজ করতে হবে। এই খাতে জনগণ আস্থা ফিরে পেলে অর্থনীতিও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

টিআইবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেছেন, দেশের ৪ ভাগ লোকের হাতে ৪০ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। অন্যদিকে ৪০ ভাগ জনগণের হাতে রয়েছে মাত্র এক শতাংশ সম্পদ। তাই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন না করলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন। 'দৈনিক যুগান্তর' আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা সালমা ইসলাম। এ বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, তেল, গ্যাস, বিদ্যুত, বন্দর রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল্লাহ, পিডিবির সাবেক সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জামাল আহমেদ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি অকেজো দেখিয়ে একটি চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে ২৫ লাখ টাকা

মাকসুদ আহমদ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৮টি ভলবো ও ৪৬টি এনকেআর গাড়িকে অকেজো দেখিয়ে একটি চক্র কনজারভেন্সি কাজে ভাড়ায় গাড়ি সরবরাহ করে কর্পোরেশনের বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পকেট বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন ভাড়ায় কনজারভেন্সি গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় ৪০ টি গাড়ি ট্রিপ প্রতি ১২৬৫ টাকা হারে দৈনিক ৮০ ট্রিপের বিপরীতে মাসে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। নিজস্ব গাড়ি ব্যবহার না করায় বিপুল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কর্পোরেশন। এদিকে ঠিকাদাররা চালককে ২০০ টাকা উৎকোচ দিয়ে অতিরিক্ত ট্রিপ দেখানোর অভিযোগও রয়েছে।

কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে কর্পোরেশনের ২০টি কনজারভেন্সি গাড়ি রয়েছে। এছাড়াও ভাড়াকৃত আরও ৪০টি গাড়ি কনজারভেন্সি গাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন ঠিকদার এসব গাড়ি প্রতি ট্রিপ ১ হাজার ২৬৫ টাকায় ভাড়া দিয়েছে কর্পোরেশনের কাছে। এসব গাড়ি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর্টিলারি সংলগ্ন টিজিতে (ট্রেন্সিং গ্রাউন্ড) ময়লা ফেলে। অভিযোগ রয়েছে, মেয়র এবিএম মহিউদ্দিনের সময় সিটি কর্পোরেশনের ৪৬টি এনকেআর ও ৮টি ভলবো গাড়ি দক্ষিণ হালিশহরস্থ আনন্দ বাজার টিজিতে শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলত। বর্তমানে ২০টি গাড়ি এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বাকি গাড়িগুলো মেরামত না করে কর্পোরেশন দু'তিন জন ঠিকাদারের কাছ থেকে ভাড়ায় গাড়ি নিয়ে কনজারভেন্সি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিদিন গাড়িগুলো প্রায় ৮০-৮৫ ট্রিপ ময়লা আবর্জনা নিয়ে টিজিতে গেলেও এরমধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১২ ট্রিপের জন্য কর্পোরেশনের গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। পকেট বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের ২০টি গাড়ির মধ্যে অর্ধেকও ব্যবহার না করে বেশিরভাগ সময় ভাড়া গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এসব গাড়ি অত্যধিক ভাড়ায় ব্যবহার হওয়ার ফলে কর্পোরেশন প্রায় আটমাস ধরে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আরও অভিযোগ রয়েছে ঠিকাদাররা এসব গাড়ির ড্রাইভারকে ২শ টাকা উৎকোচ দিয়ে রেজিস্ট্রারে অতিরিক্ত ট্রিপ লিখে নিচ্ছে।

কর্পোরেশনের বর্তমান কর্ণধারের নিকটস্থ এক আত্মীয় প্রতিমাসে কনজারভেন্সি গাড়ি সরবরাহ করে ভাড়া বাবদ মাসে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। আরও জানা গেছে, মেসার্স আমিন এ্যান্ড সন্স প্রথম দিকে কনজারভেন্সির সব গাড়িই সরবরাহ করত। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখালেখি হওয়ায় পরবর্তীতে একই মালিক নাম পরিবর্তন করে এনএইচ এন্টারপ্রাইজসহ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে গাড়িগুলো সরবরাহ দেখিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে মেসার্স জিপি ট্রেডার্স নামক আরও একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এ কাজে নেমেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত ১০ মে বন্ধের দিনেও সিটি কর্পোরেশনের

নিজস্ব গাড়িতে মাত্র ১৩ ট্রিপ ও কর্পোরেশনের বর্তমান কর্ণধারের এক আত্মীয়সহ এক ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ৩৭টি গাড়ি ৬৮টি ট্রিপসহ ৮১ ট্রিপ ময়লা-আবর্জনা টিজিতে নিয়ে গেছে। ভাড়ায় গাড়ি ব্যবহারে স্বজনপ্রীতি করায় অন্য ঠিকাদারদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এদিকে, কর্পোরেশনের ৪শ'টি গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে নিয়োজিত ২৫ ঠিকাদার ৫ মে থেকে বকেয়া বিল আদায়ের দাবিতে আন্দোলনে রয়েছে। বকেয়া বিল জমে থাকায় ও আর্থিক সমস্যার কারণে মেরামত কাজ বন্ধ রেখেছে এসব ঠিকাদার। এ নিয়ে কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়রসহ উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। মেয়র বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য হিসাব বিভাগকে নির্দেশ দিলেও হিসাব বিভাগ তা কানে তুলছে না। বরং উল্টো ঠিকাদারদের এক বছরের বকেয়া বিলের ফাইল দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠানোর হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ঠিকাদাররা।

এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মালেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কর্পোরেশনের ২০টি গাড়ি ও ভাড়ায়চালিত ৩০টি গাড়ি দিয়ে কনজারভেন্সি কাজ চলছে। বেশ কয়েকজন ঠিকাদার এসব গাড়ি কর্পোরেশনকে ভাড়ায় সরবরাহ করেছে। আরও তথ্য জানতে চাইলে তিনি মোবাইলে চার্জ নেই বলে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন। তবে কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শুক্রবার বিকেলে তিনি সেনা কমান্ডারের দফতরে রয়েছেন এ অজুহাতে কথা বলতে রাজি হননি।

রাজস্থান রয়্যালসের সামনে দাঁড়াতেই পারল না ব্যাঙ্গালোর চ্যালেঞ্জার

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ ক্রিকেট ক্যারিয়ারে লেগ স্পিনের মায়াজালে বহু তারকা ক্রিকেটারের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে (আইপিএল) সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু লেগ স্পিনের মায়াই নয়, অধিনায়কত্ব দিয়ে মুগ্ধ করে চলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের। তার অসাধারণ নেতৃত্বে সাধারণ মানের দল হয়েও রাজস্থান রয়্যালস আইপিএলে আলোচিত এক নাম। কাল শোন ওয়ার্নের ক্ষুরধার অধিনায়কত্বের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি রাহুল দ্রাবিড়ের ব্যাঙ্গালোর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার। ৬৫ রানে হারিয়ে উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকার সবার ওপরে। আগের দিন শচীন তেন্ডুলকরের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে ৮ উইকেটের বড় হার হেরেছে সৌরভ গাঙ্গুলীর কলকাতা নাইট রাইডার্স। হেরে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে কলকাতার সেমিফাইনাল খেলা। আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুম্বাইয়ের আশা।

সেমিফাইনালে ওঠার জন্য কলকাতা এবং মুম্বাই দুই দলেরই জয় চাই। এমন এক সমীকরণের ম্যাচে তেন্ডুলকারের মুম্বাইয়ের সামনে লজ্জায় অবনত হতে হয়েছে শাহরুখ খান ও সৌরভের কলকাতাকে। শন পোলক, ডুয়াইন ব্রাভো, রাজেন্দ্র রাজে, থর্নলিদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে আসরের সবচেয়ে কম ৬৭ রানে গুটিয়ে যায় কলকাতা। সফরকারীদের ইনিংস টপকাতে স্বাগতিকদের খরচ হয় মাত্র ৫.৩ ওভার। বিশেষ করে জয়সুরিয়ার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছিল কলকাতার বোলাররা। এই হারের ফলে সেমিফাইনালে খেলা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে কলকাতার। আর জয়ে মুম্বাই এগিয়ে গেছে বেশ অনেকটা পথ।

কাল জয়পুরে স্বাগতিক ব্যাটসম্যানরা ছেলেখেলায় মেতে উঠেছিল ব্যাঙ্গালোরের বোলারদের নিয়ে। গ্রায়েম স্মিথের অপরাজিত ৭৫, আসনোদকারের ৫০ এবং শেন ওয়াটসনের অপরাজিত ৪৬ রানে ভর করে শেন ওয়ার্নের রাজস্থান ২০ ওভারে ১ উইকেটে ১৯৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাঙ্গালোর সোহেল তানভীরের দুরন্ত বোলিংয়ে ২০ ওভারে ১৩৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি। তবে দলের সঙ্কটময় মুহূর্তে অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে আসরের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নেন। ৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংসটিতে ৬টি বিশাল ছক্কার মার ছিল। যার মধ্যে তিনটি ছক্কা ছিল ইউসুফ পাঠানের এক ওভারে। এই ম্যাচে বাংলাদেশের আব্দুর রাজ্জাক রাজ প্রথমবারের মতো খেলতে নামেন। কিন্তু আশানুরূপ কিছুই করতে পারেননি। ২ ওভারে ২৯ রান দিয়েছেন।

সহদেবী– ফাইলেরিয়া অর্শ বাতের চিকিৎসায় কার্যকর, যকৃতের কর্মক্ষমতা বাড়ায়

বিচিত্র বনৌষধি

আশীষ-উর-রহমান শুভ ॥ দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ক্ষুদ্রাকৃতির গুল্মটি কোন পরিচর্যা ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে থাকে। প্রচলিত নাম 'সহদেবী'। সমতল ছাড়াও হিমালয়ের প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতেও সহদেবী জন্মাতে দেখা যায়। গাছের আকৃতি অনেকটা বেড়েলা গাছের মতো। তবে এর কাণ্ড নরম ও সরল। অল্পই শাখা প্রশাখা হয়। পাতা পরস্পরের বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। উভয় পিঠ হাল্কা রোমশ, কিনার সমান। নিচের দিকের পাতা থেকে উপরের দিকের পাতা ক্রমশ ছোট হয়ে থাকে। ফুল গুচ্ছাকার প্রায় সারাবছরই ফোটে। প্রথমে সাদা পরে বেগুণি। গাছের উচ্চতা দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত। সহদেবীর ইউনানী নাম 'কুকশিখা', আয়ুর্বেদিক নাম 'সহদেবী', বৈজ্ঞানিক নাম 'ভারনোনিয়া পাটুলা'। সহদেবীর বিশের বৈশিষ্ট্য হলো এর মূলে গোলাপ ও চন্দনের মিশ্র সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। শুকনো মূলের এই ঘ্রাণ অধিকতর তীব্র। সহদেবীর বীজের গোড়ায় একগুচ্ছ তুলার আঁশের মতো মিহি রোম থাকে। বীজ পরিপক্ব হলে বাতাসে বাতাসে উড়ে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই এর বংশ বিস্তার ঘটে।

দেশের বিশিষ্ট হাকীম তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফেরদৌস ওয়াহিদ জানিয়েছেন, সহদেবী একটি মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ। এটি ফাইলেরিয়া, হৃদরোগ, যকৃতের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্শ, বাতসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় কার্যকর (বিস্তারিত পরামর্শের জন্য কলেজে অফিস সময়ে ৭৩০০৯৭২ বা নেচার এন্ড লাইফে ০১৭১৫ ১২৩০৪০, ০১৫৫৬৩২৩৮৮৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে)। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এতে লিউপিওল, পালমিটেট, আলফ এ্যামাইরিন পালমিটেট, টারপিনেয়েড, বিটা-সাইটোস্টেরলসহ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান পাওয়া গেছে। মূল সমেত পুরো গাছাটিই চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সহকারী অধ্যাপক হাকীম ফেরদৌস ওয়াহিদের পরামর্শ ॥ ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগের চিকিৎসায় মূলসহ পুরো গাছ ১৫ গ্রাম, গোলমরিচ ৫টি, এলাচ ৫টি একত্রে মিহি করে বেটে ১ গ্লাস গরম পানিতে মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা ৩ মাস সেব্য। প্রথম মাসেই উপকার লক্ষণীয় হয়, তবে ভাল ফলের জন্য মেয়াদ পূর্ণ করা প্রয়োজন। হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাভাবিক রক্ত প্রাবাহ ব্যাহত হলে দিনে দু'বার মূলসমেত গাছের ৪ চা চামচ রস ২ মাস সেব্য। যকৃতের প্রতিবন্ধকতা রোধেও একই নিয়মে ৩ মাস সেব্য। মূলসমেত কাঁচা গাছ ২০ গ্রাম, ৫টি গোল মারিচ সহযোগে বেটে আধাগ্লাস কাঁচা দুধে মিশিয়ে সকালে ২১ দিন সেবনে অর্শরোগের ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এ সময় খাদ্যে–মাছ, মাংস, ডিম, পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া ও ডাল বর্জন করা আবশ্যক। প্রস্রাব কম হওয়া এবং পায়ে পানি জমে গেলে মূলসহ গাছ ২০ গ্রাম মিহি করে বেটে

১ গ্লাস পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন সকালে খালি পেটে সেবনে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। মূত্রনালীতে সিস্ট বা প্রতিবন্ধকার কারণে প্রস্রাব কমে গেলে বা বাধাগ্রস্ত হলে মূলসমেত গাছ বেটে সকল-সন্ধ্যা ১ মাস খালি পেটে ৪ চা চামচ রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়। মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুচক্রের সমস্যা নিরাময়ে মূলসহ গাছের রস ৪ চা চামচ হাল্কা গরম করে রাতে শয়নকালে ৩ মাস নিয়মিত সেবনে নিরাময় লাভ করা যায়। শুকনো গাছ ৫ গ্রাম ৩ কাপ পানিতে রাতে ভিজিয়ে সকালে ফুটিয়ে অর্ধেক হলে ঠাণ্ডা করে ১ মাস সেবনে বাত ব্যথার নিরাময় হয়। স্মরণশক্তি কমে যাওয়া ও প্রায়ই মাথাচক্কর দিলে মূলসমেত গাছের রস ৪ চা চামচ ২ চা চামচ মধুসহ সকালে ১ মাস সেব্য। শরীর রুগ্ন শুকনো হতে থাকলে শুকনো মূলসহ গাছ চূর্ণ ১ গ্রাম ১ গ্লাস দুধে মিশিয়ে সকালে ১ মাস সেব্য। কৃমি ও প্রায়ই বমি বমি ভাব হলে গাছের রস ২ চা চমচ সকালে ৭ দিন সেব্য। সহদেবী পাওয়া যায় হাতের নাগালেই, এমনকি শহর এলাকাতেও ফুটপাথে বা কোন পতিত জায়গায় গাছটি জন্মাতে দেখা যায়। ঔষধি গুণ জানানো হলো, দারকারি সময়ে ব্যবহার কারতে পারবেন আগ্রহীরা।

২০ মের গণঅনশন সফল করতে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার॥ আগামী ২০ মে দেশব্যাপী ডাকা গণঅনশন কর্মসূচী এবং ২৬ মে ঢাকায় আহত দলের বর্ধিত সভা সফল করতে আওয়ামী লীগে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। এছাড়া বর্ধিত সভায় কারান্তরীণ শেখ হাসিনার মুক্তির প্রশ্নে দলের তৃণমূল নেতাদের অবস্থান এবং কী ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি আশা করছেন তা লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। ওই লিখিত বক্তব্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারসহ সর্বশেষ স্ব স্ব এলাকার সাংগঠনিক অবস্থা, ১/১১-এর পর থেকে দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কতটি মামলা হয়েছে, কতজন জেলে রয়েছে ইত্যাদি নানা বিষয় উল্লেখ করার জন্য তৃণমূল নেতাদের ইতোমধ্যে গাইডলাইন দেয়া হয়েছে।

ওই দুই কর্মসূচী সফল করতে শনিবার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর জরুরীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী মঙ্গলবার ঢাকা বাদে দেশের সকল মহানগর, জেলা, উপজেলা, ওয়ার্ড, ইউনিয়নে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে আহূত গণঅনশন পালনের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতাদের পরামর্শ, আগামীতে কী ধরনের আন্দোলন চায়, জরুরী অবস্থা জারির পর থেকে দলের সাংগঠনিক অবস্থা এবং নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানির সার্বিক চিত্র ২৬ মে বর্ধিত সভায় লিখিত আকারে দেয়ার জন্য মহানগর, জেলা, উপজেলার নেতাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মসূচী দুটি সফল করতেও নেয়া হয়েছে নানা প্রস্তুতি।

দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ধানমণ্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত ছিলেন মুকুল বোস, সাবের হোসেন চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান মান্না, আকতারুজ্জামান, আবদুর রহমান, আবদুল মান্নান খান, নুহ-উল-আলম লেনিন, আসাদুজ্জামান নুর, হাবিবুর রহমান সিরাজ, কর্নেল (অব) ফারুক খান, সাহারা খাতুন, ড. আবদুর রাজ্জাক, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, অসীম কুমার উকিল, বিএম মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

রাজনীতিকদের ভুল ও দুর্নীতিতে দেশ দেড় বছর অস্বস্তিতে ॥ অলি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব) ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, রাজনীতিবিদদের ভুল ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণেই দেড় বছর ধরে দেশকে অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকতে হয়েছে। এর থেকে শিক্ষা না নিলে আগামীদিনগুলো হবে আরও সঙ্কটাপন্ন। তিনি বলেন, আগামীতে যেন কেউ টাকা পয়সার জোরে জনপ্রতিনিধি হবার সুযোগ না পায় সে জন্য ভোটারদের সচেতন হতে হবে।

কর্নেল (অব) অলি শনিবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব হলরুমে আয়োজিত এক সমাজসেবী পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। সামাজিক সংগঠন 'সমন্বয়' আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল কবির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেশে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এলডিপি সভাপতি বলেন, আমাদের সবই আছে। শুধুমাত্র দুর্নীতি বন্ধ হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এ দেশ মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের পর্যায়ে উন্নীত হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজনীতিবিদদের ভুল ও দুর্নীতির কারণেই দেশকে দেড় বছর অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। এ জন্য ভোটদানের ক্ষেত্রে ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে কেউ যেন জনপ্রতিনিধি হতে না পারে সে জন্য সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে বড় বড় মেজবান, ভোজসভা ও ব্যয় বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে বিরত থাকা উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৭ জনকে সম্মাননা পদকে ভূষিত করা হয়।

জয়পুরে বোমা হামলা

আটকদের পরিচয় জানতে হাই কমিশনকে নির্দেশ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ভারতের জয়পুরে সিরিজ বোমা হামলার সঙ্গে বাংলাদেশী নাগরিকদের জড়িত থাকা নিয়ে সে দেশের পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রচার প্রচারণা থাকলেও এ ব্যাপারে উদ্বেগ নেই ঢাকার। পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন কিছু জানানো হয়নি। সংবাদপত্রগুলো অনুমানের ভিত্তিতে অনেক কিছুই লিখতে পারে। তিনি জানান, বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতারকৃতদের পরিচয় জানার জন্য ভারতের বাংলাদেশী মিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গত মঙ্গলবার জয়পুরে সিরিজ বোমা হামলায় ৬৫ জন নিহত এবং প্রায় দুই শতাধিক আহত হয়। এরপর ভারতের পত্রপত্রিকাগুলো বোমা হামলার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের দায়ী করে সংবাদ প্রকাশ করে। হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতোমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতীয় পত্রিকাগুলোর অভিযোগ গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশী রয়েছে। ভারতের প্রভাবশালী বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ঢাকায় চাপ বাড়ছে পাক ও সৌদি জঙ্গীদের, সর্তক দিল্লি' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জয়পুরের বিস্ফোরণের ঘটনা বাংলাদেশের কূটনৈতিক অস্বস্তি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। একদিকে, ভারত বিরোধীতার জন্য ইসলামী জঙ্গী সংগঠনগুলোর চাপ, অন্যদিকে পায়ের তলায় জমি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতি। এই দুই স্ববিরোধিতার মাঝে ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে ঢাকা। তার মধ্যে জয়পুরের বিস্ফোরণে হুজির নাম বারবার ঋুঠে আসছে। সন্দেহভাজন হিসাবে জয়পুর থেকে গ্রেফতার করা হচ্ছে একের পর এক অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে। তবে বাংলাদেশের বিদেশ বিভাগের কর্তা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের নাম জড়ানোর দায় ভারতীয় মিডিয়াকে দায়ী করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, সক্রিয়ভাবে ভারত বিরোধিতা করার জন্য বাংলাদেশের

ওপর পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের কিছু চরমপন্থী মুসলিম সংগঠনের যে প্রবল চাপ রয়েছে, তা নিয়ে বেশ কিছু তথ্য সম্প্রতি জমা পড়েছে সাউথব্লকে। বিপোর্টে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী গত দেড় মাস ধরে এই সুস্পষ্ট জল ঢালার জন্য পাক-সৌদি চরমপন্থী লবিকে সক্রিয় করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার ফলস্বরূপ জয়পুরের বিস্ফোরণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জানা গেছে, বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর আইএসআইয়ের মদদপুষ্ট বেশ কিছু জঙ্গী সংগঠন (যাদের পুঁজির অনেকটাই আসে সৌদি আরব থেকে) চাপ তৈরি করে এ কথাও জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালে লাখ লাখ বাংলাদেশী কর্মীকে সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানো হবে। সৌদি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশী কর্মরত। তাদের অর্ধেককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশীদের জন্য দরজা বন্ধ হওয়ার হুমকিও দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, হুজি বা জামায়াতের মতো সংগঠনগুলো, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আফগানিস্তান থেকে আর্থিক সাহায্য পায় বিভিন্ন মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে। যে সংগঠনগুলোর সন্ধান মিলেছে তার মধ্যে রয়েছে আদর্শ কুটির, আল ফারুক ইসলামী ফাউন্ডেশন এবং হাতাদ্দিন। চট্টগ্রামের দক্ষিণ থেকে, কক্সবাজার থেকে মায়ানমার পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এদের অসংখ্য শিবির। রমরম করে চলেছে সন্ত্রাস পাচার (ভারতে), অনুপ্রবেশ, অস্ত্র ব্যবসা। হুজি ক্যাডারদের অনুপ্রবেশের হার সবচেয়ে বেশি ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবর। মুম্বাই পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দাউদ ইব্রাহিম গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশে তার নেটওয়ার্ক ছড়ানোর বিশেষ কর্মসূচী নিয়েছে। দাউদ ইব্রাহিমের অন্যতম সেনাপতি ছোটা শাকিলের ভাই এবং আরও কয়েকজন ডি কোম্পানির সদস্য গত বছর বাংলাদেশে গেছে। সেটাও আবার কলকাতা ছুঁয়ে।

নিউইয়র্কে হান্নান শাহ
বিএনপির ঐক্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না

এনা, নিউইয়র্ক থেকে ॥ বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) হান্নান শাহ শনিবার সকালে ১২ দিনের (বাংলাদেশ সময় শনিবার সন্ধ্যা) ব্যক্তিগত সফরে নিউইয়র্কে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র রিয়াজুল হাসানও রয়েছেন। জেএফকে এয়ারপোর্টে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির জিল্লুর গ্রুপের নেতৃবৃন্দ। এরা হলেন কেন্দ্রীয় তাঁতী দলের সভাপতি আব্দুল আলিম মৃধা, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সহসভাপতি আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর এবং সেক্রেটারি আবু সাঈদ আহমেদ সাঈদ, যুব নেতা আমানত হোসেন আমান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ। এয়ারপোর্ট থেকে কুইন্সের জ্যামাইকায় একটি রেস্টুরেন্টে স্থানীয় মিডিয়ার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বার্তা সংস্থা এনার এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিএনপির ঐক্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এটি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেননা বিএনপি হচ্ছে আদর্শভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক সাবেক রাষ্ট্রপতির শাহাদাত বার্ষিকীর আগেই ইনশাআল্লাহ বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হবে। তিনি বলেন, গভীর রাতে কথিত স্থায়ী কমিটির নামে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে বাতিল ঘোষণা করে তার পূর্বের অবস্থাকে গ্রহণের সিদ্ধান্ত যখন মেজর হাফিজরা জানাবেন তখনই অনৈক্য কেটে যাবে। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের কখনই চেয়ারপার্সনের মতামতের বাইরে যাওয়া চলবে না।

১৮ মে রবিবার (বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল) নিউইয়র্কে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির একাংশের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্যই মূলত তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন বলে জানা গেছে। এ সমাবেশে যোগদানের তীব্র সমালোচনা করে ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ নিউইয়র্কে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তাঁরা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) হান্নান শাহকে নিউইয়র্কে বিএনপির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে মদদাদাতা হিসেবেও অভিহিত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিশ্বাসী প্রবাসীদের তাঁর সমাবেশ বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।

হান্নান শাহ লসএঞ্জেলেস এবং আটলান্টাতেও পৃথক দু'টি সমাবেশে ভাষণ দেবেন বলে জানা যায়। ২৮ মে সকালে তিনি ঢাকার উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন। ৩০ মে জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান তিনি ঢাকায় পালন করবেন বলে তাঁর সফরসঙ্গী পুত্র রিয়াজ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা, বিশ্ব জাদুঘর দিবস আজ

সংস্কৃতি সংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নির্বাচন বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরকারের সংলাপ নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে। সংলাপ সফল হবে কিনা, তা জাতি জানতে চায়। তবে যতই সংশয় থাকুক না কেন, আমরা স্থির প্রতিজ্ঞ, আমাদের কোথায় পৌঁছতে হবে তা আমরা জানি। তাই বলছি সংলাপ অবশ্যই সফল হবে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মিডিয়ার সামনে এ কথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। শনিবার জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আর্কাইভ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তথ্য সচিব জামিল ওসমানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সুভাস দত্ত ও চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ। স্বাগত বক্তৃতা দেন ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন।

হোসেন জিল্লুর রহমান আরও বলেন, আমরা সকল রাজনৈতিক দলকেই সংলাপে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইতোমধ্যে কিছু কিছু দল থেকে আমরা তাদের প্রতিনিধির নামও পেয়েছি। প্রথমে ছোট ছোট দল দিয়েই আমরা সংলাপ শুরু করতে চাই। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি আমরা নাগরিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও সংলাপে বসব। তিনি আরও বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন বেশ পরিবর্তন চলছে। আর এখনই সময় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টানোর। বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াতে হলে দেশের একটা পজিটিভ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে হবে। কারণ ভাবমূর্তিটাই হলো একটা দেশের সম্পদ। সম্প্রতি আমরা বিদেশে জাহাজ রফতানি করেছি। তাই বিশ্ব দরবারে দাঁড়াতে হলে অর্থনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। তাই সংস্কৃতিসহ সকল সেক্টরের সকল প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। এ জন্য আমাদেরকে আমলাতান্ত্রিকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। আজ আমাদের সেই সুযোগ এসেছে, অধ্যাদেশ তৈরির মাধ্যমে ধারণাগত পরিবর্তন এনে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার।

সুভাষ দত্ত বলেন, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে আর্কাইভ। আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে আর্কাইভকে আরও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

তারেক মাসুদ বলেন, দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত সরকারী একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া বাড়িতে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অযত্ন ও স্থানাভাবে আর্কাইভে অনেক ছবিই নষ্ট হচ্ছে। এখন আমরা আর এর উপর আস্থা রাখতে পারছি না। বহু দুর্লভ চলচ্চিত্র সংক্ষণ ও ঐতিহ্যকে সুষ্ঠুভাবে ধরে রাখার জন্য আর্কাইভের নিজস্ব ভবন চাই। আর এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদটির নাম মহাপরিচালকের পরিবর্তে কিউরেটর করার দাবি জানাচ্ছি।

'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি' নিয়ে আলোচনা ॥ আজ রবিবার বিশ্ব জাদুঘর দিবস। দিবসটির এবছরের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সমাজ বিকাশ ও পরিবর্তনের অবদান রচনায় জাদুঘর'। দিবসটি উপলক্ষে শনিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করেছিল বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের। এ অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির ইতিহাস ও এর বর্তমান কার্যক্রম। উল্লেখ্য, 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি বাংলাদেশের একটি অবহেলিত ও অনালোচিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ বিকাশ ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯২১ সালে নওগার আত্রাইয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকেই আত্রাই এলাকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি ও এর সদ্য প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনা করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর, ওহিদুর রহমান ও জিয়াউদ্দিন তারিক আলী।

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে স্বদেশী যুগের মুক্তি আন্দোলন, সমাজ বিকাশ ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একইসূত্রে গ্রথিত রয়েছে বলে আলোচনায় উল্লেখ করেন বক্তারা। বর্তমান সময়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে এই কমিটি ও এর ঐতিহাসিক স্থানটি জাদুঘর হিসাবে গড়ে উঠতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা।

শেকৃবিতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শুরু ॥ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন অতন্দ্রিলার উদ্যোগে "মেতে ওঠো সংস্কৃতির উল্লাসে..." স্লোগানকে ধারণ করে শেকৃবি ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে জেনিস-অতন্দ্রিলা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৮।

শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে সপ্তাহব্যাপী এ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক কামাল লোহানী বলেন, সংস্কৃতি আমাদের প্রাণ এবং তাকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পূর্বশর্তই হচ্ছে তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি। তিনি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের গান গাওয়া ও কবিতা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে করে আমাদের নিজ সংস্কৃতি রক্ষা পাবে, রক্ষা পাবে আমাদের মায়ের ভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হাবিব আবু ইব্রাহিম। তিনি বলেন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি মাইল ফলক। এতে করে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভাতৃত্ববোধ ও উন্নত যোগাযোগের সৃষ্টি হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনিস গ্রুপের চেয়ারম্যান নাসিম খান যার আর্থিক সহযোগিতায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন উক্ত অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া।

এর আগে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কামাল লোহানী ও উপাচার্য হাবিব আবু ইব্রাহিম। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মোট ২৩টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে।

আজকের আয়োজন ॥ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৬জন নবীন চারুকলা প্রদর্শনী ২০০৮ এর উদ্বোধন। একাডেমীর চিত্র শালা প্লাজায়, বিকাল ৫টায়। ঢাবির চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'ছাপচিত্র কর্মশালা ২০০৮'এর উদ্বোধন। চারুকলা ইনস্টিটিউটে, সকাল ১১টায়।

রাজধানীতে ৭ অস্বাভাবিক মৃত্যু, ছিনতাইকারীর কবলে তিন পথচারী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীতে ৭টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া পৃথকস্থানে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে তিন পথচারী সর্বস্ব খুইয়েছেন। শনিবার পুলিশ ও মেডিক্যাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে মালিবাগ-গুলবাগ রেললাইন পার হবার সময় চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত (১২) এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতের পরনে কালো ফুলহাতা চেকশার্ট, একই রঙের লুঙ্গি ছিল। এদিন রাতে উত্তরা আবদুল্লাপুর রেললাইন পার হবার সময় অজ্ঞাত (২৬) এক যুবতীর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নিহতের পারনে ছাপা সুতি সালোয়ার ও কামিজ ছিল। একইদিন ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ কালিয়কৈর গোয়ালবাড়ি রেললাইন থেকে অজ্ঞাত (৩২) এক ব্যক্তির ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। শনিবার জিআরপি তিনজনের লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠায়। রাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতদের খোঁজে কেউ আসেনি। শুক্রবার রাতে পুলিশ মিরপুর থানাধীন কল্যাণপুর বেতার ভবনের দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারির সামনে থেকে অজ্ঞাতনামা (৫৫) ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ২/৩ মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বাম পা ভেঙ্গে যায়। চিকিৎসার অভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে কে বা কারা ২/৩ দিন আগে অসুস্থ অবস্থায় এখানে ফেলে পালিয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ওই ব্যক্তি পা ভাঙ্গা নিয়ে দীর্ঘদিন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। এতদিন হাসপাতালে অজ্ঞাত ব্যক্তির খোঁজে কেউ না আসায় তার চিকিৎসার ওষুধপথ্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে হাসপাতালের কেউ হয়ত গোপনে তাকে এখানে ফেলে গেছে। এদিন রাতে তেজগাঁওয়ের ইন্দিরা রোডস্থ ৪৩ নং বাড়ির সামনের ডাস্টবিন থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। একইদিন রাতে মোহাম্মদপুর থানাধীন বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন বেড়িবাঁধ রাস্তা পার হবার সময় গাবতলীগামী একটি দ্রুতগামী বাস (ঢাকা মেট্রো জ-১১-৩১৩৮) শিশু বীথি আক্তারকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। গভীর রাতে পুলিশ শিশুটির লাশ ঢামেক মর্গে পাঠায়। নিহতের পিতার নাম বুলু মাতবর। তার গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার কুতবায়।

এদিকে শনিবার দুপুরে মিরপুর থানাধীন টোলারবাগ ডেন্টাল কলেজের সামনে ছিনতাইকারীরা একটি ট্যাক্সি ক্যাবকে গতিরোধ করে। এ সময় যাত্রী ব্যবসায়ী মোঃ শাহজাহানের (২৫) গলায় ও হাতে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নগদ ৫ হাজার টাকা ও মোবাইল সেট ছিনিয়ে নেয়। এ ছাড়া শুক্রবার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানাধীন বাবু বাজার ব্রিজের সামনে ছিনতাইকারীরা পথচারী মোঃ মাসুমের (২৮) গতিরোধ করে। এ সময় ছিনতাইকারীরা তার পাঁজরে ছুরিকাঘাত করে নগদ টাকা ও মোবাইল সেট ছিনিয়ে নেয়। এদিন রাতে দক্ষিণখান থানাধীন কাওলা ট্রান্সমিটার এলাকায় দুর্বৃত্তরা লিটন (২০) নামে এক যুবককে মাথায়, বুকে ও কোমরে কুপিয়ে নগদ টাকা ও মোবাইল সেট ছিনিয়ে নেয়।

রডের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে তদন্ত রিপোর্ট ভুল ॥ রিরোলিং মিল এ্যাসোসিয়েশন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ রডের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের তদন্ত রিপোর্টকে ভুল দাবি করল বাংলাদেশ রিরোলিং মিল এবং স্টীল মিল এ্যাসোসিয়েশন। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে রিরোলিং মিল এ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি মাসাদুল আলম মাসুদ বলেন, রডের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অবশ্য ভুল। ওই রিপোর্টে দাম উল্লেখ করায় অনেক ক্রেতা রডের বাজারে আসছে না। রডের দোকানিরা এক গাড়ির ওপরে মাল ক্রয় করছে না। ফলে মিল ও রডের বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান লোকসান দিয়ে নির্মাণ সামগ্রীর উপকরণ রড বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে। তারা আসন্ন বাজেটে রড আমদানি শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, মূল্য সংযোজন কর সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ওই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ রিরোলিং মিল এ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মাসাদুল আলম মাসুদ বলেন, এ শিল্প কঠিন অবস্থার দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি রডের বাজার বৃদ্ধির কারণে সরকারের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। তিনি অবিলম্বে ওইসব সুপারিশের ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ কামনা করে বলেন, যা করতে দ্রুত সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রতি বাজারে রডের সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা মেট্রিক টন দাম ওঠে। এরপর সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকার বেশি রডের দাম হওয়া অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের ওই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ভুল হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে রডের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি ওই দাম উল্লেখ করায় বাজারে অনেক ক্রেতা আসা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক রড তৈরির মিলে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। অনেকে এলসি আমদানি কমিয়ে দিয়েছে। ফলে এ খাতের জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত খুবই জরুরী।

সংবাদ সম্মেলনে রডের কাচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণের জন্য পিএসআই প্রথা বাতিল, উৎপাদন ও খালাস পর্বে ট্যারিফ হ্রাস করা, ডলারের অবমূল্যায়ন, নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুযোগ ও বিদ্যুত উৎপাদনে জেনারেটর আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্টীল মিল এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ফজলুর রহমান বকুল, রিরোলিং মিল এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আলী হোসেন, স্টীল মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিজানুর রহমান বাবুল প্রমুখ।

গ্যাটকো মামলা

চার ভিআইপি কার্যত নিজেরাই গৃহবন্দী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ গ্রেফতারের অপেক্ষায় থাকা গ্যটাকো মামলার চার্জশীটভুক্ত চার ভিআইপি আসামী ও সাবেক মন্ত্রী কার্যত গৃহবন্দী। অনেকটা নিজেরাই নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে জামায়াতপ্রধান মতিউর রহমান নিজামী দলীয় কার্যালয়ে বসছেন। শনিবারও তিনি দু'দফা দলীয় কার্যালয়ে বসেছেন। তবে কোন সাংগঠনিক আলাপ-আলোচনার জন্য নয়। এদিকে মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছেন বিএনপির সংস্কারপন্থী শীর্ষ দুই নেতা। তাঁরা মান্নান ভূঁইয়ার খোজ নেয়ার পাশপাশি দলের সংস্কার বা ঐক্যের ব্যাপারেও অবহিত করেছেন। তিনি শনিবার সারাদিন গুলশানের নিজের বাসাতেই ছিলেন। নিজের বাসার একেবারে সামনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হওয়ায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অবশ্য বাড়তি এ সুবিধাটুকু পাচ্ছেন। তবে অন্য তিন মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, এম শামসুল ইসলাম ও এমকে আনোয়ারের আপাতত নির্দিষ্ট কোন দলীয় কার্যালয় নেই। ফলে তাঁরা নিজ বাসাতেই অবস্থান করছেন। মান্নান ভূঁইয়ার বাসায় গত দু'দিনের মতো শনিবারও বিভিন্ন স্তরের লোকজনের যাতায়াত অব্যাহত ছিল।

জামায়াত আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, সকাল ৯টায় নিজামী বাসা থেকে বের হয়ে দলের কার্যালয়ে তাঁর জন্য নির্ধারিত কক্ষে বসেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমির মকবুল আহমেদ ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল চট্টগ্রামের তাহের। দুপুর ১টা পর্যন্ত দলীয় কার্যালয়ে থেকে আবার বাসায় ফিরে যান। দ্বিতীয় দফায় আসেন বিকেল সাড়ে ৪টায়। দ্বিতীয় দফায় কার্যালয়ে আসার পর তিনি রাত পর্যন্ত দলের কার্যালয়ে অবস্থান করেন। দলের প্রধান বা আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার হলে কে হবেন প্রধান জামায়াতের– একজনের কাছে জানতে চাইলে বলা হয়, এটা দলীয় ফোরাম ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ নেই। গ্রেফতার হওয়ার পরই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মান্নান ভূঁইয়ার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, শনিবার সারাদিনই তিনি গুলশানের বাসায় অবস্থান করেছেন। এ সময় তাঁর নিজ জেলা ও নির্বাচনী এলাকা নরসিংদী-শিবপুর থেকে বেশ কয়েক নেতাকর্মী ও সমর্থক তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে গেছেন। এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের ধৈর্য্যধারণ করতে বলেছেন। সময় মতো সব ঠিক হয়ে যাবে বলেও তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তাঁর বাসায় গিয়েছেন সংস্কারপন্থী বলে পরিচিত বেশ কয়েক জন সাবেক সাংসদ। ফোনে মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন সংস্কারপন্থী অংশের মহাসচিব মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমদ. সাবেক সেনাপ্রধান ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমান। একটি সূত্র জানায়, গ্রেফতার না হলে আজ রবিবার হয়ত আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। তবে আপাতত কারাগারে যাওয়া ঠেকাতে পারছেন না–এটা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। ইতোমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছেন মান্নান ভূঁইয়া। অপর দু'জন এম শামসুল ইসলাম ও এমকে আনোয়ার নিজ নিজ বাসাতেই আছেন।

উল্লেখ্য, গ্যাটকো দুর্নীতি মামলায় গত মঙ্গলবার দুদক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। পরে বৃহস্পতিবার আদালত থেকে গ্রেফতার না হওয়া আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। মামলাটি জরুরী বিধিমালায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বিচার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিনের জন্য কোন আদালতেই আসামীরা আবেদন করতে পারবেন না। গ্রেফতার না হওয়া আসামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিএনপির সংস্কারপন্থী অংশের অন্যতম নেতা আব্দুল মান্নান ভুইয়া ও জামায়াতপ্রধান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম শামসুল ইসলাম ও সাবেক মন্ত্রী এমকে আনোয়ার।

আদালতে চার্জশীট দাখিলের পর এ মামলার আসামীরা গ্রেফতার হচ্ছেন–এ রকম ধারণা থেকে দলীয় নেতাকর্মী– সমর্থকরা হয় বাসার সামনে অবস্থান করছেন কিংবা দেখা-সাক্ষাত করছেন। গত দু'দিন ধরে এভাবেই চলছে।

লোহাগড়ায় পোল্ট্রি শ্রমিক হত্যাকাণ্ড ॥ পুলিশ লোক দেখানো মামলা নিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নড়াইল, ১৭ মে ॥ অবশেষে পোল্টি শ্রমিক হাবিবুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় লোহাগড়া থানায় মামলা হয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত খামার মালিক উজ্জ্বল ও তার স্ত্রী তাছলিমা বেগমের নাম এজাহারে উল্লেখ নেই। মামলাটি নিতান্তই লোক দেখানো। আইনগত ঝামেলা মোকাবেলা করতে পুলিশের পরামর্শে এই হত্যা মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

শনিবার দৈনিক জনকণ্ঠে "নির্যাতনের শিকার পোল্ট্রি শ্রমিকের লাশের দাম ৭ লাখ টাকা!" এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পুলিশ প্রশাসনের টনক নড়ে। পুলিশ সুপার, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সবুর আসামীদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর পুলিশের অর্থ বাণিজ্যের ঘটনা ধামাচাপা দিতেই নিহতের পিতা চাঁদ মিয়াকে দিয়ে একটি লোক দেখানো মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইমন হত্যা মামলার আসামী নজরুল চারদিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ইসলামপুরের কাপড় ব্যবসায়ী চাঞ্চল্যকর ইমন হত্যা মামলার অন্যতম আসামী নজরুলকে দু'দিনের পুলিশী রিমান্ডে আনা হয়েছে। একাধিক হত্যা মামলার আসামী এবং অবৈধ ওষুধের কারবার করে ফুলে ফেঁপে ওটা নজরুলকে র‌্যাব-৩-এর সদস্যরা গ্রেফতার করে ডিবিতে সোপর্দ করেছিল। শনিবার সিএমএম আদালতে ডিবির তদন্তকারী ইন্সপেক্টর মোশারফ জানান, ইমন হত্যার সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকার তথ্য রয়েছে। এ বিষয়ে তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।

<u>এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ</u>

সরকারী কর্মকর্তার অবৈধ প্রভাব ॥ চট্টগ্রামে সড়কের নির্মাণকাজ বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ পরিকল্পনা কমিশনের এক কর্মকর্তার অবৈধ প্রভাবে চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) আওতায় একটি সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ভূমিদস্যু হিসেবে পরিচিত এ কর্মকর্তা ও তার অপর দুই সহযোগী চট্টগ্রামে বছরের পর বছর অবৈধ দখলে রেখেছে সরকারী প্রায় ২৫০ গণ্ডা জমি, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পাহাড় কেটে ও বস্তিঘর নির্মাণ করে এ ভূমিদস্যুরা ভাড়া আদায় করলেও পরিবেশ অধিদফতর ও জেলা প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী জানায়, সিটি কর্পোরেশন রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করলে পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত এক সিনিয়র সহকারী প্রধান এ উন্নয়ন কাজ বন্ধের পাঁয়তারা শুরু করে। এ কর্মকর্তার দখলে রয়েছে বিএস দাগ নং-৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬,৭৮,৭৯ ও ৮২-এর ৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ২৫০ গণ্ডা পরিত্যক্ত জায়গা। অবৈধ দখলে থাকা সম্পত্তি কুক্ষিগত রাখার জন্য রাস্তার উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখতে ভারপ্রাপ্ত মেয়রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, গত মাসে এই আমলার যোগসাজশে তার অপর ভাই ভূমিদস্যু নুরুজ্জামান এডিশনাল জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের আদেশ গোপন করে একই অভিযোগ এনে উন্নয়ন কাজের স্থগিতাদেশ চেয়ে তৃতীয় সহকারী জজ আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করেছে। এতে সিটি কর্পোরেশনসহ ১২ জনকে বিবাদী করে ১৫ এপ্রিল এডিশনাল জজ আদালতে মামলা নং ৫৫৯/০৮ ও ২৭ এপ্রিল ৩য় সহকারী জজ আদালতে সিটি কর্পোরেশনসহ ১৫ জনকে বিবাদী করে মামলা নং ১১১/০৮ দায়ের করে। কিন্তু আদালত সরকারী এ উন্নয়ন কাজে কোন স্থগিতাদেশ দেয়নি।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, খুলশী থানাধীন জাকির হোসেন রোডসংলগ্ন শহীদ সরণি আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা গত বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি চসিকের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর ও কর্পোরেশনের এস্টেট বিভাগের নিয়মানুযায়ী বিএস ৮০ দাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত চলাচল পথ, যা ৭ ফুট চওড়া ও প্রায় আড়াই শ' ফুট লম্বা রাস্তার উন্নয়নের আবেদন করে। সে মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন যাচাই বাছাই করে উন্নয়ন কাজের প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু সচিবালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সহকারী প্রধান সাইদুজ্জামানের যোগসাজশে তার ভাই নুরুজ্জামান সরকারী জায়গা অবৈধ দখলে রাখার কুমানসে গত বছরের ২৯ আগস্ট সিটি কর্পোরেশনকে নোটিস প্রদান করে। কর্পোরেশন ১৮ নবেম্বর অভিযোগকারীকে প্রামাণযোগ্য দলিল বা কাগজপত্র নিয়ে এস্টেট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললে অভিযোগকারী হাজির না হওয়ায় কর্পোরেশনের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি মিথ্যা মন্তব্য করে রাস্তার কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দেয়।

গত বছরের ২৪ আগস্ট ঢাকার একটি দৈনিকে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঠিকাদার নিয়োগ করে। ঠিকা গ্রহীতা সাথী কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে গত ২০ এপ্রিল রাস্তার উন্নয়ন কাজে হাত দিলে অবৈধ দখলদার ও সচিবালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা সাইদুজ্জামানের নিয়োজিত বাহিনী রাস্তা নির্মাণে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, সরকারী এ কর্মকর্তা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারদের এমনকি মেয়রকে পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই ভারপ্রাপ্ত মেয়র গত ২৯ মার্চ রাস্তার উন্নয়ন কাজ স্থগিত করতে বাধ্য হন। আদালতের স্থগিতাদেশ নেই। তারপরও মেয়রের এ ধরনের মৌখিক নির্দেশে খোদ কর্পোরেশনের ঠিকাদারসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে কি পরিকল্পনা কমিশনের ঐ কর্মকর্তার নির্দেশে সিটি কর্পোরেশন চলে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি সরকারী এ কর্মকর্তা দেশে জরুরী অবস্থা বজায় থাকার পরও কিভাবে উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখার জন্য ও সরকারী বিশাল জায়গা দখলে রাখার মানসে প্রভাব খাটাচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোও এ নিয়ে তৎপর নয়, কেন তা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে।

অনিয়মতান্ত্রিকভাবে রাস্তার কাজ বন্ধ রাখার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মেয়র আলহাজ এম. মনজুর আলম বলেন, এ আমলা সরকারী জায়গা দখলে রাখলে তা সরকারের দেখা উচিত। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। রাস্তার জায়গার কিছু অংশ তাদের বলে দাবি করেছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে কি হবে, সরকারী কর্মকর্তা সাইদুজ্জামানের চাপের কারণে এ রাস্তার উন্নয়ন কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছি। রাস্তার কাজ বন্ধ রাখার ব্যাপারে কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজাম উদ্দিন বলেন, মেয়র সাহেবের নির্দেশেই কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আবার নির্দেশ দিলেই আমরা কাজ শুরু করব। এ কাজ বন্ধের জন্য সচিবালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সহকারী প্রধান সাইদুজ্জামান সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দেবে না বলে ফোনে সরাসরি হুমকি দিচ্ছে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার আরও বলেন, এ ঘটনার জন্য কর্পোরেশনের অন্যান্য কাজ আটকে দেয়ার পরিস্থিতির কারণেই কর্পোরেশন থমকে গেছে।

সুন্দরবনে ১১ জেলে মুক্তি পেল জলদস্যুদের লাখ টাকা পণ দিয়ে

শফিউল হক মিঠু, পিরোজপুর ৷৷ বলেশ্বর নদীর মাঝের চর এলাকা থেকে অপহৃত ১১ জেলেকে জলদস্যুরা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সুন্দরবনের গহীন অঞ্চল থেকে শুক্রবার রাতে। ১৫ মে বৃহস্পতিবার রাত ২টায় মঠবাড়িয়া উপজেলার বলেশ্বর নদীর মাঝের চর এলাকায় বাগদা ও রেণু সংগ্রহ করছিল জেলেরা। এ সময় ১০/১৫ জনের একটি সশস্ত্র জলদস্যু দল জেলেদের নৌকা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অস্ত্রের মুখে আল-আমিন, মহারাজ, খোকন, আনোয়ার, শাজাহান, হানিফ কাজী, বাদল, নজরুল, মহিবুল, রাজা, মঞ্জুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় সুন্দরবনের গহীন অঞ্চলে। অপহরণকারীরা জেলেদের হাত-পা বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন চালায় এবং ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে জেলে পরিবারের কাছে। মঠবাড়িয়ার স্থানীয় ব্যবসায়ী মোশারেফ খানের মোবাইল নম্বরে জলদস্যুরা ০১৭২৫৮১৩৭৯৪ এই নম্বর দিয়ে ফোন করে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে লতাবুনিয়া খালে জেলে প্রতি পরিবারের ২০/২৫ হাজার টাকাসহ মোট ২ লাখ টাকার মুক্তিপণ দিলে জেলেদের ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানায়। এর পরে অপহৃত জেলে পরিবারগুলো ধারদেনা ও ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ৬ জনের একটি জেলে দল শুক্রবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের লতাবুনিয়া খালের গোড়ায় পৌঁছে জলদস্যুদের দেয়া ঐ নম্বরে ফোন করে। পরে ৩ জলদস্যু ট্রলার যোগে লতাবুনিয়া খালের গোড়ায় এসে অপহৃত জেলে পরিবারের স্বজনদের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার মুক্তিপণের টাকা নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ট্রলারে করে জলদস্যুরা অপহৃত ১১ জেলেকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। মঠবাড়িয়ায় রাত ৯টায় অপহৃত জেলেদের নিয়ে আসার পর স্বজনরা জেলেদের নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরে। অপহৃত জেলে আনোয়ার ও রাজা মিয়া জানান, অপহরণ করার পর তাঁদেরকে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়, এমন কি তাদেরকে কিছু খেতে দেয়নি। মারধর করার পরে কান্নার শব্দ মোবাইল ফোনে পরিবারকে শোনানো হয়। ৩ জন সশস্ত্র অবস্থায় পাহাড়ারত থাকত। কিছুক্ষণ পর পরই জেলেদের ওপর নির্যাতন চালাত। খেতাচিড়া ইউপি সদস্য গোলাম কবির জানান, ঘূর্ণিঝড় সিডরে সর্বস্ব হারানো জেলেদের মুক্তিপণের টাকা দিতে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রিসহ ধারদেনা করে প্রতি পরিবার ১০/১৫ হাজার টাকা জোগাড় করে। অপহৃত জেলে নজরুল ও খোকনের পিতা জামাল হোসেন জানান, তাঁর ২ ছেলের জন্য ২০ হাজার টাকা ধারদেনা করেছেন। এখন না খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিডরে সর্বস্ব কেড়ে নেয়, এখন জলদস্যুদের কারণে এ পেশা ছেড়ে দেয়া ছাড়া পথ নেই।